ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের একটি অনলাইন বার্তাপত্র,

তারুণ্য বার্তা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৭ | ৮ এপ্রিল ২০২০

মানুষের পাশে মাসুদ রানা!

"আসুন, সবাই মিলে শপথ করি, করোনাভাইরাসমুক্ত গ্রাম গড়ি"-এই শ্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ঘোষনগর ইউনিয়নের কৃষ্ণরামপুর গ্রামের ইয়ুথ ইউনিট কো-অর্ডিনেটর মাসুদ রানা ছুটে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। মাসুদ রানার গ্রাম মুলত কৃষি নির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া একটি গ্রাম। বিগত কয়েকদিনে তিনি গ্রামে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে, হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম শেখানো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান, ১০০টি বাড়িতে ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ও রাস্তায় জীবানুনাশক ছিটানো, ১৫টি টিউবওয়েলের পাশে সাবান রাখা, ২০০টি পরিবারে লিফলেট বিতরণ, ১০০টি পরিবারে সাবান প্রদান, ৩৫টি পরিবারে চাল, ডাল, তেল, সাবান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের আস্থার পাত্রে পরিণত হয়েছেন তিনি। তার এই কাজে ইউনিটের অন্যান্য সদস্যসহ স্থানীয় সুশীল সমাজ, সমাজকর্মী ব্যক্তিবর্গ, গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিট, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগণ সহযোগিতা করছেন। এলাকায় মানুষের পাশে থেকে সুনাম কুড়াচ্ছেন তরুণ নেতা মাসুদ রানা।

নেত্রকোণা ও সিলেটে তরুণদের দৃষ্টান্ত স্থাপন

করোনা সংকটে বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মহামারী থেকে রক্ষা করতে মানুষকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে এসেছেন নেত্রকোণা জেলার ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের অন্যতম নেতা বাবর উদ্দিনসহ, রেজাউল করিম, মাসুদ রানা, মানিক, সোহাগ এবং তৈয়বুর। তারা নিজেদের গ্রাম তথা ইউনিয়নকে করোনাভাইরাসমুক্ত রাখতে গ্রহণ করেছেন নানা ধরনের উদ্যোগ। তারা গত ৫ এপ্রিল নেত্রকোণা সদর উপজেলার কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়নের নাড়িয়াপাড়া গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ২০০টি সাবান বিতরণ করেন। এসময় তারা মানুষকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার গুরুত্ব ও কৌশল অবহিত করেন। শিক্ষা দেন। ইয়ুথ লিডাররা তাদের গ্রামের প্রত্যেককে সচেতন করার মাধ্যমে করোনামুক্ত গ্রাম গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

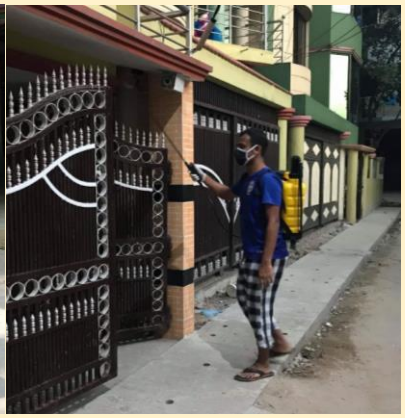

করোনাভাইরাস বর্তমানে বিশ্বের এক আতঙ্ক ও ভয়ের নাম। কিন্তু সবাই যদি ভয় পায় তাহলে জয় হবে কীভাবে? আমি তরুণ আমাকে ভয় পেলে হবে না বরং সচেতনতার মাধ্যমে জয় করতে হবে-এমন চেতনায় উদ্দীপ্ত এক তরুণ ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার সিলেট জেলার সমন্বয়কারী মোমিনুল হক ফাহিম। সিলেট জেলার তালতলার বাসিন্দা এই স্বেচ্ছাব্রতী নেতা নিজের এলাকাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেন। গত সপ্তাহে পরিচিতজনদের কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নিয়ে কিনে আনেন মেশিন ও ব্লিচিং পাউডার। প্রতিদিন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছেন তিনি। এই কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও তিনি 'Corona Virus Sylhet Updates' নামে একটি ফেইসবুক গ্রুপের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের করোনা পরিস্থিতি মানষকে জানিয়ে দিচ্ছেন।

সবাই মিলে **শপথ করি** করোনা ভাইরাসমুক্ত **গ্রাম গড়ি**

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ; সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
২/২, হেরাল্ডিক হাইটস, ইকবাল রোড়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, yeh.bd@thp.org; www.thpbd.org